মেহেরপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

মেহেরপুর শহরে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে স্বামী সাজু হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ এই রায় ঘোষণা করেন। রায় প্রদানের সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সাজু হোসেন আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তার জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত সাজু মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ৪ ডিসেম্বর যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী ডলি খাতুনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন সাজু হোসেন। স্বজনরা ডলিকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০ ডিসেম্বর ডলি খাতুনের মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় নিহতের মা শেফালি খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

বিচার চলাকালীন মোট ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ ও জবানবন্দি পর্যালোচনার ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্ত সাজু হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করে আজ এই রায় প্রদান করেন।

মামলায় আসামিপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপিতে ক্রীড়া সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে খেলাধুলার সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এডিবি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত মানের হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, এডিবি’র প্রতিনিধি কামরুল হাসান, ইউপি সদস্য বাশিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, আব্বাস আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকরা।

সুমাইয়া খাতুন নামে এক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মা বলেন, “আমার মেয়ে চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট পায়। হুইলচেয়ারটি পেয়ে অনেক উপকার হলো। এখন তাকে সহজে যাতায়াত করাতে পারব।”

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা বলেন, “কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিষ স্প্রে মেশিন ও

আরসিসি পাইপও বিতরণ করা হয়েছে।”

গাংনীর বামন্দীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রেড লাইসেন্স না থাকা এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করাই দুই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানকালে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (অ. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মূল্য তালিকা না থাকার কারণে হায়বাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৫ হাজার টাকা ও মাসুম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান চালমান থাকবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়।

চুয়াডাঙ্গায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার মাদক ধ্বংস করল বিজিবি

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) উদ্যোগে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) সকাল ১১টায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে আয়োজিত “মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠান-২০২৬” এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন।

এসময় বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বিজিবি ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করছে। সীমান্তে দিন-রাত দায়িত্ব পালন করে সদস্যরা মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

আরও বলেন, মাদক একটি জটিল সামাজিক সমস্যা এটি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদাসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ২০২৪ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ৪৯ জন আসামিসহ ৩৪ কোটি ২০ লাখ ৪১ হাজার ৫৩৫ টাকা মূল্যের মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়।

ধ্বংস করা মাদকদ্রব্যের মধ্যে ছিল ৩,৯৮৩ বোতল বিদেশি মদ, ১০,৬১৭ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ২৯ বোতল বিয়ার, ২৩৮.৭৯ কেজি গাঁজা, ১.৮৫৭ কেজি হেরোইন, ১.৮৯ কেজি কোকেন, ২৫,৪৮৫ পিস বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট (ভায়াগ্রা/সেনেগ্রা/ট্যাপেন্টাডল) এবং ১৯টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন। এসব মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৬৫ টাকা।

মেহেরপুরে গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল-জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলায় মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে গতকাল মঙ্গলবার শ্যামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ রাকিবুল ইসলাম ডেনি (২৩) নামে এক যুবককে গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ০৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আসামি রাকিবুল ইসলাম ডেনি শ্যামপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত মোহন আলীর ছেলে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম সরাসরি আদালত পরিচালনা করে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, মেহেরপুরে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

এ ধরনের অভিযান জেলার মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারে সহায়তার হাত বাড়ালেন গাংনীর ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভ্যানচালক আব্দুল লতিবের পরিবারের দুর্দশার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ইউএনও আনোয়ার হোসেন নিজে আব্দুল লতিবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লতিবের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তারা চরম মানবিক সংকটে পড়ে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংবাদটি দেখেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।”

এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা পেয়ে আব্দুল লতিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এতে আমাদের পরিবার উপকৃত

হলো।”

স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও পরিবারটির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন ভ্যান বা আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান জরুরি।

স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে খালাতো ভাই।

মঙ্গলবার (০৫ মে) সন্ধ্যা রাতে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন (৪৫) পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শেখ পাড়ার রিয়াসিন আলীর ছেলে। নিহত গোলাম হোসেনের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

অভিযুক্ত কালু একই এলাকার আকবর আলীর ছেলে এবং নিহতের খালাতো ভাই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন আগে ঘটে যাওয়া একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত।

নিহতের স্ত্রী আলিয়া খাতুন জানান, তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়িতে এসে গোসল করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে কালু পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে।

গুরুতর অবস্থায় গোলাম হোসেনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসী জানায়, অভিযুক্ত কালুর সঙ্গে প্রতিবেশী এক নারীর পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত রবিবার একটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাম হোসেনকে

মারধরের ঘটনাও ঘটে, যা পরে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয়। তবে সেই বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত কালু ও সংশ্লিষ্ট নারী আত্মগোপনে রয়েছে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের লাশ ঘরে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে ফ্রিজ কিনে মিলল ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মার্সেলের ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার জিতেছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা মো. মিঠুন আলী।

মঙ্গলবার দুপুরে বামন্দী বাজারে এক আয়োজনের মাধ্যমে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তার স্ত্রী রিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজ ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও অভিনেতা আবু হেনা রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মার্সেল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন আলী জানান, তিনি গত মাসে বামন্দী বাজারের

তাজ ইলেকট্রনিকস থেকে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে একটি মার্সেল ফ্রিজ ক্রয় করেন। পরে মোবাইল ফোনে একটি বার্তার মাধ্যমে জানতে পারেন, তিনি ৫০ হাজার টাকার গিফট ভাউচার পেয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে নিশ্চিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জানাই। আজ প্রিয় শিল্পী আবু হেনা রনির হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

সভাপতি অ্যাড. খোকন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নাসিম

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম (বিএনপি সমর্থিত) বিজয় লাভ করেছে।

ফলাফলে অ্যাডভোকেট আসাদুল আযম খোকন সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মো. নাসিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আইনজীবী বিমল কুমার বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। পরে আইনজীবী ফোরামের সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

এছাড়া সহ-সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন, কোষাধ্যক্ষ পদে অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা গাজী এবং লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইদুর রহমান রিপন নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে, সিনিয়র সদস্য হিসেবে নিয়ামুল খান এবং সদস্য পদে আয়েশা সিদ্দিকা ও তারিক আহমেদ পাভেল জয় লাভ করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থক ও আইনজীবীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম দীর্ঘদিন ধরে সমিতির স্বার্থরক্ষা, সম্পদ উন্নয়ন ও

আইনজীবীদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির পতিত জমি কাজে লাগিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ, আইনজীবীদের জন্য নিজস্ব কক্ষ, লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ এবং কল্যাণ তহবিল বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এই ফোরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম বিচারপ্রার্থীদের আইনি সহায়তা প্রদানসহ কেন্দ্র ঘোষিত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল না থাকায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

গাংনীর কাথুলীতে ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে গভীর রাতে ঘরের বেড়া ভেঙে একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে বসবাসকারী জুয়েল রানা (২৮), পিতা জাহিদুল ইসলামের একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল (নম্বর: টাঙ্গাইল ল-১১-৭৭১৮) নিজ বাড়ির একটি কক্ষে রাখা ছিল। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী জুয়েল রানা জানান, রাতে মোটরসাইকেলটি ঘরের ভেতরে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরের বেড়া ভাঙা এবং মোটরসাইকেলটি নিখোঁজ। পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাননি।
তিনি আরও জানান, এলাকায় মাদকের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় অপরিচিত

ব্যক্তিদের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক কারবারি ও মাদকাসক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। দ্রুত তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, আজ সকালে একটি নীল রঙের মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ টিম ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছে।

এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার ও মাদকবিরোধী অভিযান বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।